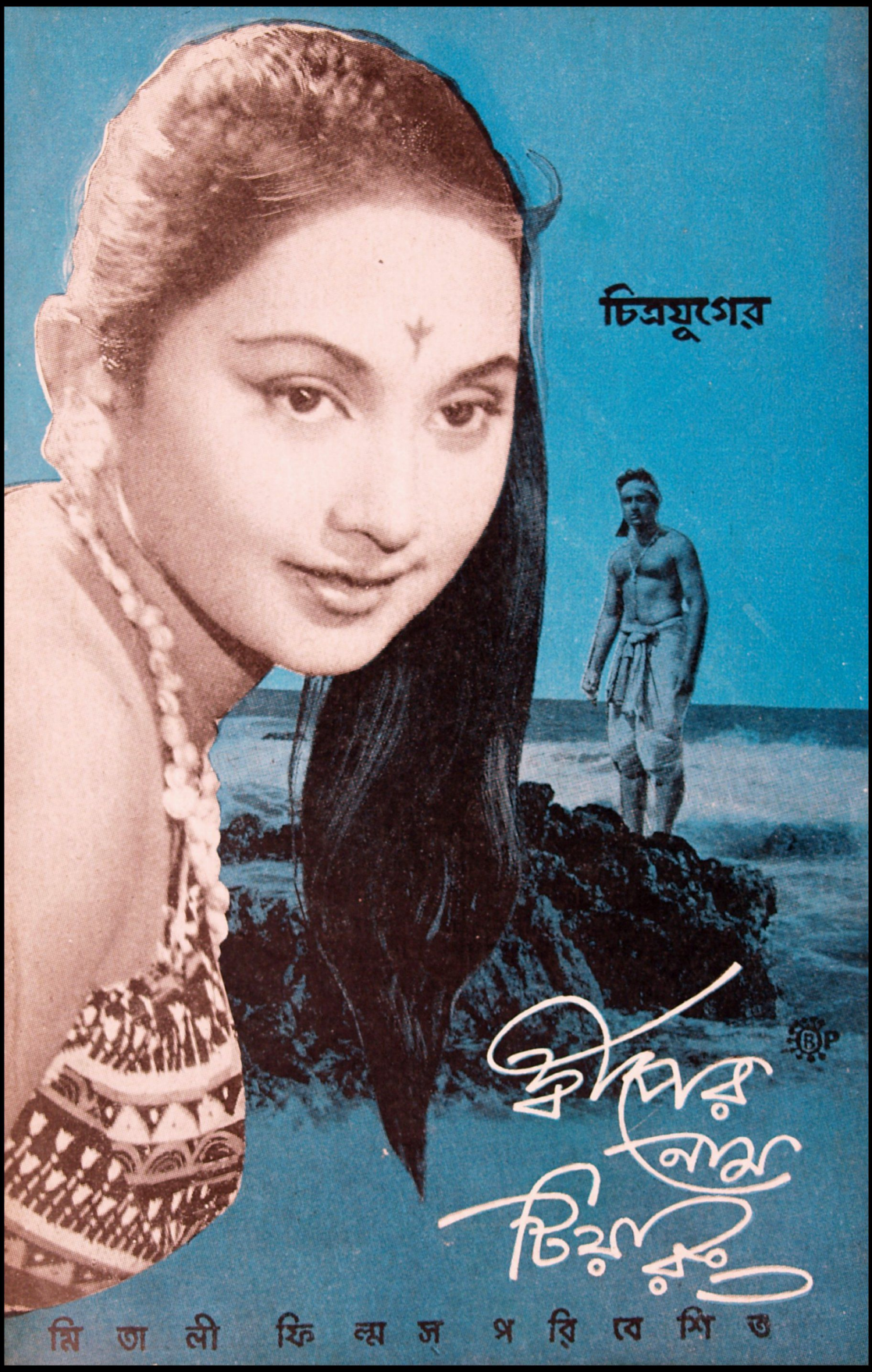

মিতালী ফিল্মস পরিবেশিত

সংগঠনে

চিত্রযুগের নিবেদন

দ্বীপের নাম টিয়া রং

পরিচালনা : গুরু বাগ্‌চী সঙ্গীত পরিচালনা : রবীন চ্যাটার্জী

কাহিনী : রমাপদ চৌধুরী চিত্রনাট্য : ঋত্বিক ঘটক গীতিকার : প্রণব রায়

আলোকচিত্র পরিচালনা : অনিল গুপ্ত, নৃত্য-পরিচালনা : বালকৃষ্ণ মেনন, আলোকচিত্রী : জ্যোতি লাহা, শব্দগ্রহণে : নৃপেন পাল (অন্তর্দৃশ্য) শচীন চক্রবর্ত্তী (বহির্দৃশ্য) সঙ্গীত ও শব্দ পুনঃযোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ, প্রধান-সম্পাদক : অর্দ্ধেন্দু চ্যাটার্জী, সম্পাদনা : অমিয় মুখার্জ্জী, শিল্প-নির্দ্দেশক : কাত্তিক বসু, দৃশ্য-অঙ্কনে : রামচন্দ্র সিন্ধে, রূপসজ্জায় : নৃপেন চ্যাটার্জ্জি, ব্যবস্থাপনা : অনাদি ব্যানার্জ্জি, সাজ-সজ্জা : আর্ট ড্রেসার. স্থিরচিত্র : এডনা লরেঞ্জ

প্রধান সহকারীপরিচালক বুল্টু পালিত

সহকারীগণ :

পরিচালনায় : মিনু দাশগুপ্ত, ধ্রুব রায়চৌধুরী, আলোকচিত্রে : দুর্গা রাহা, শব্দগ্রহণে : অনিল নন্দন, সম্পাদনায় : শক্তিরাজ রায়, শিল্পনির্দ্দেশনায় : রামনিবাস ভট্টাচার্য্য, রূপসজ্জায় : অক্ষয় দাস, পঞ্চু দাস, ব্যবস্থাপনায় : ভগীরথ চক্রবর্ত্তী, কেষ্ট দে, আলোক সম্পাতে : কেনারাম হালদার, দুঃখীরাম নস্কর, ব্রজেন দাস, কেষ্ট দাস, রামখিলান, মঙ্গল সিং, বেণু ধর, জগন ডকাৎ

নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিও-এ গৃহীত ও আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটারীজ্ প্রাঃ লিমিটেড-এ পরিস্ফুটিত।

চরিত্রচিত্রণে :

সন্ধ্যা রায়, নিরঞ্জন রায়, দিলীপ মুখার্জ্জী, দিলীপ রায়, অমিত দে, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বনানী চৌধুরী ও নবাগতা সিপ্রা সেন ও দীপা চ্যাটার্জ্জি, শিশির মিত্র, দিলীপ রায় চৌধুরী, গৌর শী, মিঃ ব্যালেশেফার্ড, কালীপদ চক্রবর্ত্তী, বিশু ব্যানার্জ্জী, নির্মল তালুকদার, লোচন দে, প্রভাস লাহা, সাধন গুহ, অনাদি বন্দ্যোপাধ্যায়, ধ্রুব রায় চৌধুরী, রাম, ভানু, অরুণ, বটু, সুরেন, প্রদীপ, দেবাংশু, কুমকুম, শাশ্বতী, শ্যামলী, ঝর্ণা, দীপালী, মীনা, শুভ্রা।

কণ্ঠসঙ্গীতে—শ্যামল মিত্র, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—বিকাশ রায়, অজিত মজুমদার, দুলাল ব্যানার্জ্জী, বাদল ব্যানার্জ্জী হারু ব্যানার্জ্জী, তপন, বেঙ্গল শাটল কক ম্যানুফ্যাকচারিং কোং ইণ্ডো ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন, দি শিপিং কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ,

প্রচার : ফনীন্দ্র পাল, প্রচার-শিল্পী : পূর্ণজ্যোতি, প্রচার অঙ্কণ : সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় জহর কুণ্ডু, গণেশ দাস, সত্য চক্রবর্ত্তী।

মিতালী ফিল্মস প্রাইভেট লিঃ, পরিবেশিত।

বঙ্গোপসাগরের মধ্যে ছোট ছোট কয়েকটি দ্বীপ। তারই একটির নাম টিয়ারঙ। পৃথিবীর কোন খবর পৌঁছয় না এই দ্বীপে।

টিয়ারঙের তীর ঘেঁষে হঠাৎ একদিন দেখা দিল ষ্টিফেন্স সাহেবের ষ্টীমার। ভীড় করে এসে দাঁড়াল টিয়ারঙের প্রায় সকলেই। তার মধ্যে ছিল ফিরুজা—জংলা দ্বীপের অটুট স্বাস্থ্যভরা রূপ তার সারা অঙ্গে।

ষ্টিফেন্স সাহেব সুন্দরবনের দক্ষিণ সীমান্ত জুড়ে কাঠের ব্যবসা জাঁকিয়ে বসেছেন। এমনিতে ঠাণ্ডা কিন্তু কোথায় যেন আদিম বণ্যতা লুকিয়ে আছে এই ধরণের দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে, তা বোধ করি তাঁর ভাল করে জানা ছিল।

ষ্টিফেন্স সাহেবের দল মুঠো মুঠো পয়সা ছড়িয়ে দিল টিয়ারঙী জোয়ানদের মধ্যে। তারপর হাতের বন্দুক তুলে ষ্টিফেন্স উড়ন্ত পাখীর ঝাঁক লক্ষ্য করে ছুঁড়ল গুলি। একটি দলছাড়া হয়ে নীচে এসে পড়ল!

মেয়েরা বুঝল তাদের 'খুনিয়া'-র কোন শক্তি নেই এর কাছে, পুরুষরা কেউ-কেউ গোরা সাহেব দেখেছিল, দেখেছিল বন্দুক, তারা জানত তাদের কাঁধের কোপাই এই অস্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবেনা।

মাধো কোলাসো টিয়ারঙীদের মধ্যে শুধু বৃদ্ধ নয়, জ্ঞানবৃদ্ধ। শেষ অবধি ষ্টিফেন্স দুহাত বাড়িয়ে এগিয়ে এসে মাধোকে জড়িয়ে ধরল। এতখানি মেলামেশার পরেও চলে গেল তারা। আবার যেদিন তারা ফিরে এল সেদিন ষ্টিফেন্স এল না। এল তার কাঠের ব্যবসায় কোম্পানীর চ্যাটার্জী অমিয়বাবু প্রভৃতি। ক্রমশঃ তৈরী হল ষ্টীমারঘাটা। মদের দোকান আর মনোহারী তৈজসপত্রের দোকান খুলল তারা। রীতিমত একটা ক্ষুদে শহর গজিয়ে উঠল টিয়ারঙে। একে একে চ্যাটার্জ্জি, অমিয়বাবু আরো অনেকে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে এলেন। এল অমিয়বাবুর ছোট ভাই সৌমেন, এল চ্যাটার্জ্জীর স্ত্রী তাপসী আর তার ছোট বোন তামসী।

এই বুনো দ্বীপের অধিবাসী আর সম্পদলোভী শহরের কয়েকজন নতুন মানুষের মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। নগদ মজুরি আর কোম্পানীর দোকান

থেকে চাল ডাল চুড়ি গামছার বিনিময়ে গাছ-কাটাই কুলি-কামিন হিসাবে টিয়ারঙের মেয়ে পুরুষরা কাজে যোগ দেয়।

টিয়ারঙের সবচেয়ে প্রাণচঞ্চলা মেয়ে ফিরুজা। ভরা যৌবনের তীরে দাঁড়িয়ে তার নিরুদ্দিষ্ট স্বামী যমুনীর প্রতীক্ষা করার মাঝখানে কখন যে এই দ্বীপের সবচেয়ে বলিষ্ঠ পুরুষ মদনকে সাঙা করবার জন্যে সে প্রলুব্ধ হয়ে উঠেছিল, তা সেই জানে।

আলুভা এই দ্বীপের আর একটি বিচিত্র মানুষ। তার কাছে আছে একটি নক্সা। এই নক্সাতে লেখা আছে, সমুদ্রের ওপারে কোথায় নাকি তার পূর্ব্বপুরুষরা ঘড়া ঘড়া মোহর পুঁতে রেখেছে। পর্ত্তুগীজ আলুভা রাবা বাজায় আর উদাত্ত কণ্ঠে গান গায়। টিয়ারঙীরা বলে, লোকটা পাগল। মাধো সর্দ্দারের নরম নরম লাজুক মেয়ে আকাশীকে নিয়ে স্বপ্নের জাল বুনে চলে পাগল লোকটা।

অমিয়বাবুর ভাই সৌমেনকে কেমন যেন অদ্ভুত মনে হয় চঞ্চলা তামসীর, কেমন যেন একাএকা, চুপচাপ। নিজেকে নিয়ে সন্তুষ্ট উত্তাপহীন এই মানুষটা।

'আগুনিয়া' টিয়ারঙের বহুদিনের পরব, টিয়ারঙের ধর্ম্ম। খরগোশ বলি দিয়ে পুজো হয়, তারপর নাচ-গানের হুল্লোড়ে মেতে ওঠে মেয়ে পুরুষ। বাবুদেরও নিমন্ত্রণ করল তারা এবার। পরবের রীতি-অনুযায়ী বনের একটা অংশ বেছে নিয়ে আগুণ ধরিয়ে দেয় গাছে গাছে। কোম্পানীর ইজারা-নেওয়া বনে আগুণ লাগাতে গিয়ে দেখা দিল বিপত্তি। চ্যাটার্জ্জির নিষেধ শুনলো না মাধো সর্দ্দার। আগুন জ্বলে উঠল চ্যাটার্জ্জি আর মাধোর চোখে। চ্যাটার্জির হাতের বন্দুক গর্জ্জে উঠল হঠাৎ আর আর্ত্তনাদ করে রক্তাক্ত দেহে লুটিয়ে পড়ল মাধো সর্দ্দার।

টিয়ারঙে এল আর একটি নতুন মানুষ—সমীরণ, সে আসার পর থেকে সৌমেন যেন আরও সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। কিন্তু সপ্রতিভ সমীরণ আকৃষ্ট করেছে তামসীকে।

হঠাৎ একদিন ফিরে এল যমুনী, ফিরুজার নিরুদ্দিষ্ট স্বামী, যমুনী তার নিরুদ্দিষ্ট জীবনে কোন্ নাচের দলে ভিড়ে নাচ্ শিখে এসেছে, কিন্তু ইতিমধ্যে মদনকে সাঙা করেছে ফিরুজা। তার জন্যে আপশোষ নেই যমুনীর, আকাশীকে নাচের সঙ্গিনী করে নিয়ে পয়সা রোজগারের নেশায় মেতে উঠেছে।

আকাশী যমুনীর নাচনী হয়ে ঘুরে বেড়ায় আর আলুভা ঘরে বসে তাঁতে নক্শা তুলে ঘাঘরা বানায় সযত্নে। আকাশীকে যেদিন সেই ঘাঘরাটি দিল আলুভা, সেদিন উপহাসের হাসি হেসে নেশায় জড়ানো কণ্ঠে বলল আকাশী, গায়েনটা জংলী বটে, তাঁতের কাপড় বুনছে লাচনীর জন্যে।

গায়েন ভাই আলভাকে ছেড়ে আকাশী এই যে নাচের নেশায় মেতে উঠেছে যমুনীর সঙ্গে, এটা যেন সহ্য করতে পারেনা ফিরুজা। আকাশীকে সে বলেছিল, নাচ দেখিয়ে বেড়াস বাবুপাড়ায়, লাজশরম নাই তোর? এদিকে গায়েনভাইটা—

খিল খিল করে হেসে উঠেছিল আকাশী। বলেছিল, উ পাগল বটেরে, মোহরের স্বপন দেখে গায়েন। আর যমুনীর সাথে গঞ্জে নাচ দিখালে ঝনক ঝনক মোহর ঝরে পড়বে পায়ের নীচে।

আলুভার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে আকাশী তার নাচের ঘুনির পায়ের আঘাতে। কিসের লোভে থাকবে এখানে আলুভা, দ্বীপ ছেড়ে যাওয়ার আগে টিয়ারাণী ফিরুজাকে তার গুপ্তধনের নক্শাটা দিয়ে বলল, ই নক্শাটা আকাশীকেই দিও টিয়ারাণী। মাটিতে অনেক মোহর আছে আমার, অনেক সোনা। অরেই সঁব দিয়া গেলাম।

না আর কোন কিছুতেই লোভ নেই আলুভার, কোন কিছুতেই না। শুধু রাবা হাতে ডিঙি ভাসিয়ে চলে গেল সে।

আকাশী যখন জানতে পারল, চলে গেছে আলুভা, তখন টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল নক্শাটা। তারপর উন্মাদ হরিণীর মত ছুটে চলল সমুদ্রের দিকে।

ছোট্ট এইটুকু টিয়ারঙ দ্বীপ আর বন্ধনহীন সমুদ্র। এ যেন আকাশীর জীবন। এ যেন মানুষের জীবনের প্রতিচ্ছবি।

বদলে গেল আকাশী। যমুনীর ডাকে সাড়া দেবেনা আর। বাবুপাড়ায় সমীরণ আর তামসীর বিয়ের ধুম লেগে গেছে ইতিমধ্যে। যমুনী সেখানে নাচের

বায়না নিয়েছে, কিন্তু আকাশী রাজী নয় নাচতে, হয়তো ফিরুজাকে নাচের সঙ্গিনী হওয়ার জন্যে অনুরোধ করতে হবে যমুনীকে।

আকাশী জানে ফিরুজা যদি নাচের নেশায় মাতে তাহলে মদনের সংসার ছারখার হয়ে যাবে। একটি ক্রুর কুটিল হাসি চমক দিল তার চোখের তারায়। তার সুপ্ত প্রতিহিংসা যেন জেগে উঠল চ্যাটার্জ্জি আর যমুনীর বিরুদ্ধে।

আকাশী যেচে এসে এবার যমুনীর নাচের সঙ্গিনী হ'ল, বাবুপাড়ায় তামসীর বিয়ের আসর সরগরম। শুধু টিয়ারঙীরা আসেনি কেউ।

নাচের ঘুর্ণির মাঝে চীৎকার করে পড়ে যায় যমুনী। আর অন্ধকার ঘন গভীর বনের দিকে ছুটে মিলিয়ে যায় আকাশী।

বনের মাথায় লাল আভা দেখে বন্দুক হাতে ছুটল একা চ্যাটার্জ্জী কারও নিষেধ না মেনে। কি যেন ষড়যন্ত্র করছে টিয়ারঙীরা। জঙ্গলে লাগিয়ে দিয়েছে আগুন।

বনের মধ্যে চিতা বাঘ ধরবার জন্যে গভীর গহ্বর কেটে পাতা দিয়ে ঢাকা, ফাঁদ পাতা থাকে, আকাশী চ্যাটার্জ্জীকে সেই গহ্বরের দিকে আকৃষ্ট করে নিয়ে গেল নানা ছলাকলায়, চ্যাটার্জ্জী পড়ল সেই গহ্বরে। এতদিনে মাধো সর্দ্দারের খুনের প্রতিশোধ নিতে পেরেছে আকাশী। চ্যাটার্জ্জীর হাতে বন্দুকটা পড়বার সময় ওপরে থেকে গিয়েছিল। আকাশী একটা বড় পাথর চ্যাটার্জ্জীর ওপর ফেলে দিতে গিয়ে বন্দুকটাও পড়ে গেল গহ্বরে, চ্যাটার্জ্জী বন্দুক ছুঁড়ল ওপর লক্ষ্য করে, লুটিয়ে পড়ল আকাশী, আর চ্যাটার্জ্জীর সমাধি হ'ল সেই গহ্বরে।

হঠাৎ টিয়ারঙের মাথার ওপর দেখা দিল উড়ো জাহাজ, লড়াই লেগেছে যেন কোথায়। সরকারের হুকুম এসেছে টিয়ারঙ খালি করে চলে যেতে হবে সকলকে।

টিয়ারঙকে জনশূন্য করে চলে যেতে পেরেছিল কি সকলে! বন্দীদ্বীপের মাঝে কেউ কি বন্দী হয়ে আকুল আহ্বান জানায়নি, ফিরে আয়, ওরে ফিরে আয় তোরা! ফিরে কি আসেনি কেউ?

---

(১)

মন কয়, আর কুতোকাল আশায় বুসে থাকি
ই ভরা যৈবন যিন সাগরে জুয়ার রে
কিমনে বল, তারে ধুরে রাখি।

(২)

আমার ঘরে যি ফুল হাসে
ফুলের বনে নাই
হীরামোতির খিকেও দামী
মনখানি তর পিলাম আমি
তারই মুখের হাসি দিখা
রাজা হুইয়া যাই।

(৩)

পীরিতি বসত কুরে যি দিশে
সিখা গিয়া ভিড়াই সাম্পান
আমি চান্দেরই সাম্পান যুদি পাই
সাত সাগরে পাড়ি দিয়া তরে নিয়া যাই।
সি দিশের পোথ চিনে আমারই পিরাণ
সাধ যায় ঘর বাইন্ধা থাকি দুজনায়।
সিখা চান্দিনী রাইত পুহায় নারে
শুকায় না'ত ফুল
চান্দে আর চান্দ মুখে হুইয়া যায় ভুল।
সিখা মর বুকে ঢেউ দিবে কুত গান
তরে ছাড়া কারে বা শুনাই।

(৪)

আগুনিয়া পোরব রে
টিয়ারোঙীর গোরব রে
নীল দুরিয়ার রাণী আমার
সুনার টিয়ারোঙ রে।
ও — ও — ও — ও
উ আগুনিয়ার লাল নিশায় রাঙা হল মন রে
আমি যিন টিয়ারোঙের রঙীলা যৈবন রে।
ও — ও — ও — ও
চিতে বাঘের মিতে আমি
বাঘিনীরে ফান্দ পিতে ধুরি রে
বুনো সাপিনীরে বশ কুরি রে।
টিয়ারোঙ টিয়ারোঙ আমার টিয়ারোঙীরে
ই হাতে মোর খুনিয়া নাচে
উ হাতে রোয় মালা।
ই চুখে মোর মিঠা হাসি
উ চুখে বিষ জ্বালা রে।
তর বিষের জ্বালা মিঠা লাগে
ডাইকলো বুকে নীল দুরিয়ার বান
তরে নিয়া পাড়ি দিব ভাসায়ে সাম্পান।
সুহাগে জোড়াব সাধেরি নাগরে
দিব না যিতেলো তুফানে সাগরে
(ও তুই) যাইস না মাথার কিরা লাগে রে।
উ দোরদী.....
(তর) বুকের আগুন উ দোরদী
লাইগলো মনে রে
ই আমার মাতাল মনে রে
সি আগুন রোঙ ছোড়াবে টিয়ারোঙের বনে॥

(৫)

উ আমার মনের মানিষ চিনল তরে মন
তুই যি আমার সাত রাজারই ধন
উ আমার সাত রাজারই ধন।
পাখী যদি হুতাম রে পাখা মিলা দিয়া
সাধের টিয়া অচিন দিশে যিতাম তরে নিয়া।
আমার কাছে আমার খিকেও,
তুই যি রে আপন।
পোখের ধুলায় পিলাম আমি
সাত রাজারই ধন।
মুখে দিলাম চান্দের ছটা
কাল কিশে তারা
রূপেরই জুয়ারে আমি
হুলাম পাগল পারা
তরে দিখা সাগর দুলে
দুলেরে যৈবন
উ আমার সাত রাজারই ধন।

(৬)

ই ভরা রাইতে ইতো হাসি আলো
ঢেউ দিয়া যায় উই সাগরেরই বুকে
মর গান তরে খুজে হায়
চান্দেরই সুহাগে রাইত যিন হাসে
মর চান্দ হারাল কুথায়॥

মর ইতো গান ইকা আমি গাই রে
আকাশে তারা শুনে
শুনে বনে ফুল রে
তুই কাছে নাই
হাওয়ারই কানে কানে মর কুথা কইয়া যাই
মন কিন পিয়েও হারায়॥

দীপান্বিতা
প্রোডাকসন্সের
বিস্ময়
কাহিনী•ডাঃ বিশ্বনাথ রায়
পরিচালনা•দিলীপ নাগ
সুরশিল্পী•কালীপদ সেন
পরিবেশক
মিতালী ফিল্মস